তালাকের আগে ভাবুন

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহ সাথে

বই	তালাকের আগে ভাবুন
প্রকাশনায়	দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন প্লট ৬২, রোড ৩, ব্লক এ, আফতাবনগর, ঢাকা-১২১২।
প্রকাশকাল	অক্টোবর, ২০২৫

বিয়ে একটি মহান নেয়ামত

বিয়ে মানবজীবনের স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি সম্পূর্ণ আলাদা দুটি মানুষের আপন হওয়ার এক বরকতময় মাধ্যম। বিয়ের মাধ্যমে আমরা বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি। জীবনকে পরিশীলিত, মার্জিত ও পবিত্র করে তুলতে বিয়ের কোনো বিকল্প নেই। আদর্শ পরিবার গঠন এবং পৃথিবীতে মানব ধারা টিকিয়ে রাখতে বিয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানবজাতিকে লিভ-টুগেদারের মতো মহা-অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা এবং বৈধভাবে শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তাঁর মহিমার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। চিন্তাশীলদের জন্য এর মাঝে রয়েছে শিক্ষণীয় নিদর্শন।[১]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করো। তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্য, তাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করো। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২]

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ যাকে পুণ্যময়ী স্ত্রীর রিজিক দান করলেন, তাকে অর্ধেক দীন পালনে সহযোগিতা করলেন। অপর অর্ধেকে যেন সে আল্লাহকে ভয় করে।[৩]

নবীজি (সা.) আরও বলেন, বিবাহ আমার সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাহ পালন করল না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪]

বিবাহ-বিচ্ছেদের মহামারি

মানব ধারা টিকিয়ে রাখতে বিয়ের ভূমিকা অপরিসীম, অথচ বর্তমান বাংলাদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিনই ভয়ংকরভাবে বাড়ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা। রাজধানীতে প্রতিদিন ভাঙছে প্রায় ৩৭ টি দাম্পত্য সম্পর্ক। মিনিটের হিসাবে প্রতি ৪০ মিনিটে ১ টি করে তালাকের ঘটনা ঘটছে। আবার প্রতি ১০ টি তালাকের ৭ টির পেছনেই উঠে আসছে নারীর নাম। অর্থাৎ, ৭০% তালাকের আবেদনকারী নারী। ঢাকার বাইরের অবস্থাও এরচেয়ে ভিন্ন কিছু নয়।[৫] এই মহামারি চলতে থাকলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন পূর্ণাঙ্গ পরিবার খুঁজতে আমাদেরকে পশ্চিমা পৃথিবীর মতো বিশেষ অনুসন্ধান চালাতে হবে।

মনোমালিন্য জীবনের অংশ

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। মনে রাখতে হবে, মনোমালিন্য আমাদের জীবনের অংশ। প্রতিটি মানুষের রুচি আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সেই আলাদা রুচির আলাদা পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটি মানুষ যখন একসাথে জীবনের তরী ভাগাভাগি করে, তখন নানা বিষয়ে মতানৈক্য ও মনোমালিন্য তৈরি হয়। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

দীর্ঘদিন মনোমালিন্য পুষে রাখা ঠিক নয় : মনোমালিন্য শুধু আমাদের সংসারে নয়, স্বয়ং নবীজির (সা.) সংসারেও হয়েছে। স্ত্রীদের ওপর অভিমান করে তিনি ভিন্ন জায়গায় রাত পর্যন্ত কাটিয়েছেন। কিন্তু এই সাময়িক মনোমালিন্য তিনি পুষে রাখেননি। ফলে, অভিমান কিংবা মনোমালিন্য তার সংসারে স্থায়ী ক্ষত রেখে যায়নি। বরং অভিমান ভেঙে আবার তিনি স্ত্রীদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়েছেন।

দুঃখের বিষয় হলো, শয়তানের প্ররোচনা কিংবা পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রভাবে সংসার জীবনের শুরুতে খুব তুচ্ছ কারণে আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, যার মাশুল আমাদেরকে সারা জীবন ধরে দিতে হয়। অথচ কিছুদিন পরই আমরা বুঝতে পারি, বিবাহ-বিচ্ছেদের এই সিদ্ধান্ত ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তখন আর ফিরে আসার সুযোগ থাকে না।

অন্যের সংসারের সাথে তুলনা করা : সংসারে ভাঙন ধরার অন্যতম একটি কারণ নিজেদেরকে অন্য দম্পতির সঙ্গে তুলনা করা। আপনি যখন অন্যদের সংসার দেখেন, ভাবেন, ওরা কত সুখী। যত দুঃখ সব আমার। কিন্তু ভেতর থেকে খোঁজ নিলে দেখবেন, তারাও আপনাকে দেখে একই কথা ভাবে—এই

মানুষটার মতো সুখী মানুষ বুঝি আর হয় না। মূলত আমাদের জীবন নদীর কূলের মতো। আমরা ভাবি, নদীর অপর কূলেই বুঝি সর্বসুখের ঠিকানা। বস্তুত সুখ-দুঃখ মিলেই মানুষের জীবন। তাই আল্লাহ আপনাকে যে দাম্পত্য জীবন দিয়েছেন, তা নিয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করুন। যারা অল্পে তুষ্ট হতে পারে, তারাই প্রকৃত সুখী মানুষ।

দাম্পত্য সম্পর্কের যত্ন নেওয়া : সংসারে সুখী হওয়ার অন্যতম উপায় হলো, দাম্পত্য সম্পর্কের যত্ন নেওয়া। কারণ, বর্তমানে আমরা যে কঠিন সমাজ-বাস্তবতায় নিপতিত হয়েছি, এখানে সংসার আগলে রাখা কঠিন, ভেঙে ফেলা সহজ। অনেকটা মাটির হাঁড়ির মতো। গড়তে অনেক সময় লাগে, ভাঙতে লাগে এক মুহূর্ত। কাজেই সম্পর্ক যেন ভেঙে না যায়, এজন্য আগেই সম্পর্কের যত্ন নিন।

পরিণতি ভাবুন : আজ আপনার বয়স কম, শরীরে তারুণ্যের রক্ত টগবগিয়ে ছুটছে বলে দাম্পত্য সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না। ভাবছেন, এত যন্ত্রণা নিয়ে সংসার করার চেয়ে একা থাকাই আরামের; কিন্তু এই তারুণ্য চিরস্থায়ী নয়। একদিন আপনার রক্তের তেজ কমে আসবে, বার্ধক্য আপনার শরীরে বাসা বাঁধবে। সেদিন যখন একলা বিছানায় জ্বরে কাতরাবেন, কপালে রাখার মতো একটি ভালোবাসার হাত আপনি পাবেন না, দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন আপনি ঘরে ফিরবেন, এক গ্লাস ঠান্ডা পানি বাড়িয়ে ধরার মতো মানুষ আপনি পাবেন না। বার্ধক্য আপনাকে কুরে কুরে খাবে, শয্যাশায়ী আপনার খুব গল্প করতে ইচ্ছা করবে; কিন্তু দেখবেন ব্যস্ত পৃথিবী আপনাকে রেখে অনেক দূরে চলে গেছে। আপনার চারপাশ শূন্য, আপনি একা। একজন পড়ন্ত, অপ্রয়োজনীয় মানুষের গল্প শুনবার মতো সময় এই পৃথিবীর নেই। কিন্তু সময় একজনের থাকে। তিনি আপনার সঙ্গী, আপনার স্বামী, আপনার স্ত্রী। কিন্তু এখন তো আপনার সেই সঙ্গী নেই। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে খুব তুচ্ছ কারণে আপনি করাত দিয়ে সম্পর্কটাকে দু টুকরো করে ফেলেছেন। এখন তাই একলা থাকাই আপনার পরিণতি।

বৈবাহিক জীবনের শুরুতে মেয়েদের ধৈর্য ধারণ : দাম্পত্য জীবনের শুরুতে পুরুষের তুলনায় নারীদের নানা রকম সংকটের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাবা-মার স্নেহের ছায়ায় আদর-আহ্লাদে বেড়ে ওঠা নারীকে সম্পূর্ণ অচেনা এক পরিবেশে গিয়ে সংসার পাততে হয়। নতুন এই পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েটির অনুকূলে থাকে না। ভিন্ন পরিবার থেকে উঠে আসা মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা অনেক সময় পুরোপুরি আপন করে নিতে পারে না। মেয়েদেরকে এই সময়ে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়। বিনয়

ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে যখন সংসারের বয়স বাড়ে, মেয়েটি বউ থেকে মা হয়ে ওঠে, তখন দেখা যায় এই আগন্তুক মেয়েটিই সংসারের প্রকৃত মালিক হয়ে উঠেছে। তাই, সেই সোনালি সময়ের জন্য ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আর এই বিষয়টি স্বামীরও গভীর ভাবে বোঝা ও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নতুন সংসারে স্ত্রী যেন সহজে মানিয়ে নিতে পারে, সে ব্যাপারে সহমর্মিতাপূর্ণ সহযোগিতা করা স্বামীর কর্তব্য। সেই সাথে শাশুড়ি, ননদ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও উচিত পরিবারের নতুন সদস্যকে আগলে নেওয়া।

তাই আসুন, আমরা নারী হই কিংবা পুরুষ, সংসারটাকে নিজের মনে করে আগলে রাখি। মাঝে মাঝে মনোমানিল্য হবে, কিন্তু সেটাকে আমরা তালাকের পর্যায়ে গড়াতে দেব না। মনোমালিন্য, সংকট দূর করার জন্য আলোচনার দরজা খোলা আছে। আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের সকল আলোচনা হবে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য, সংসার ভেঙে ফেলার জন্য নয়।

স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব বাড়লে করণীয়

পরিণত বয়সে প্রত্যেক নারী-পুরুষই রঙিন স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হন। সুখে-দুঃখে হাতে হাত রেখে আমৃত্যু তারা একসাথে পথ চলার অঙ্গীকার করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই দাম্পত্য জীবনের তরী তীরে ভেড়াতে সক্ষম হন। মৃত্যুই কেবল তাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কিন্তু চলার মাঝপথে কিছু মানুষের জীবনাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। স্বপ্নের চারা গাছ বড় হওয়ার আগেই ভেঙে পড়ে বৈশাখী ঝড়ে। ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক টানাপোড়েন, সমঝোতার অভাব, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, শারীরিক-মানসিক নিপীড়ন, ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা, যৌতুক, সন্দেহ, পরকীয়া, প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির গড়মিল, অনধিকার চর্চা, ক্যারিয়ার ভাবনা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, ধর্মীয় অনুশাসনে উদাসীনতা ইত্যাদি—নানা কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। বিন্দু বিন্দু সংকট একসময় সিন্ধুতে পরিণত হয়। তারা সংসার ভাঙার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ফলে এক সময় নিজের, পরিবারের এবং নিষ্পাপ সন্তানদের জীবনে পর্যন্ত নেমে আসে অনিশ্চয়তার ঘোর অমানিশা। এভাবেই, হাতে হাত রেখে একসাথে চলতে থাকা সম্পর্কগুলো, খুব ঠুনকো কারণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম দাম্পত্য জীবন সুখী করতে যাবতীয়

নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয় ঠিক করে দিয়েছে। এঁকে দিয়েছে সন্তান এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যের সীমানা। সবকিছুর পরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো ভুল হয়ে যেতে পারে। সেই ভুল শুধরে নেওয়ার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছে ইসলাম। স্বামী অসদাচরণকারী হলে ইসলাম স্ত্রীকে কতিপয় বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছে। একইভাবে স্ত্রী অসদাচরণকারী হলে স্বামীর করণীয়ও নির্দেশিত হয়েছে ইসলামে।

স্বামীর অসদাচরণে স্ত্রীর করণীয়

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশংকা করে, তখন তারা দুজনে মিলে আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। আসলে শান্তিপূর্ণ আপস-নিষ্পত্তি সবসময়ই ভালো। আর মানুষের অন্তরে লালসার প্রবণতা নিহিত রাখা হয়েছে। আর জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্যে কিছু করলে আল্লাহ অবশ্যই তার খবর রাখেন।[৬]

স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার শিকার হন, তবে স্ত্রী বিভিন্ন উপায়ে স্বামীর সাথে সমঝোতায় আসতে পারেন।

অধিকারের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া : স্ত্রী নিজের কোনো অধিকার কিংবা খোরপোষ ইত্যাদি ত্যাগের মাধ্যমে আপস-নিষ্পত্তি করতে পারেন। সমঝোতা বিচ্ছেদ থেকে উত্তম। অবশ্য মানুষের প্রবৃত্তি স্বার্থপর। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীরা অধিকার ত্যাগ করে ছাড় দিতে চান না। অনেক স্বামীও স্ত্রীর বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি হন না। কিন্তু স্ত্রী যদি কিছু অধিকার ছেড়ে দিয়ে হলেও বিচ্ছেদ প্রতিহত করেন কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর মাঝে অপছন্দনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও তাকে মেনে নেন, তাহলে মহান আল্লাহ দুজনকেই প্রতিদান দেবেন।[৭]

পর্যাপ্ত ছাড় দেওয়া এবং নসিহতের পরও কাজ না হলে স্ত্রী আদালত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিজের খোরপোষ নেবেন এবং স্বামী থেকে আলাদা থাকবেন। এটাও সমঝোতার একটা পদ্ধতি হতে পারে।

স্বামীকে বোঝানো : স্ত্রী যদি স্বামীর উপেক্ষা বা দুর্ব্যবহারের শিকার হন, তাহলে সমঝোতার জন্য স্ত্রী নিজে স্বামীকে বোঝাবেন। উপরিউক্ত আয়াতে নারীকে

সমঝোতার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং বিচ্ছেদের চেয়ে সমঝোতাকে উত্তম বলা হয়েছে। আর স্ত্রী নিজে না পারলে বয়োজ্যেষ্ঠ কারো মাধ্যমে কিংবা বুযুর্গ কোনো আলেমের মাধ্যমে হলেও স্বামীর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করবেন।

স্বামীর বিচার বা শাসনের উদ্যোগ : স্বামীকে পর্যাপ্ত ছাড়, নসিহত এবং অন্যান্য চেষ্টায়ও ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে স্বামীর বিচার বা শাসনের উদ্যোগ নেবেন।[৮] এর কোনোটাতেই কাজ না হলে সবশেষে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

আর স্বামী-স্ত্রী যদি (সঙ্গত কারণে) পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ আপন প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককেই অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন। প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ অসীম প্রাচুর্যবান, প্রজ্ঞাময়।[৯]

স্ত্রীর অসদাচরণে স্বামীর করণীয়

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কোনো বাহানা খুঁজবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।[১০]

দুজন মানুষ একসঙ্গে, এক জীবনের মতো করে বসবাস করলে বিভিন্ন সময় ভুল বোঝাবুঝি, বিরক্তবোধ, মনোমালিন্য হওয়াটা স্বাভাবিক। সামান্য মনোমালিন্য হলেই হুটহাট বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাছাড়া আল্লাহ তালাককে বলেছেন, পৃথিবীর হালাল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ হলো তালাক।

তাই স্ত্রীর অসদাচরণে তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বামীর জন্যও চারটি ধাপ অতিক্রম করা অতীব জরুরি।

ছাড় দেওয়া : মানুষের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে কেউই আসলে সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। কারো সঙ্গে কারো মত বা স্বভাবের শতভাগ মিল হয় না। এমনকি বাবা-মায়ের সঙ্গেও আমাদের কিছু মতের

অমিল হয়। তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গেও কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক অমিল হওয়া স্বাভাবিক। আর ব্যক্তিভেদে প্রত্যেক মানুষের-ই স্বভাব, রুচি, চিন্তা ও বাচনভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। তাই স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য মতের অমিল কিংবা ছোটখাটো কোনো বিষয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত নয়। নিজেদের মধ্যে কখনো মনোমালিন্য হলে প্রচুর ছাড় দিতে হবে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে একে অপরের দুর্বলতা ও অপছন্দনীয় দিকগুলো উপেক্ষা করে ভালো দিকগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে।

সদুপদেশের মাধ্যমে বোঝানো : স্ত্রীর কোনো অসদাচরণ বা দাম্পত্য-দায়িত্বে অনীহা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে মনোমালিন্য হলে, স্বামীর উচিত কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী স্ত্রীকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে সদুপদেশ দেওয়া। প্রয়োজনে কোনো মুরুব্বি বা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমের মাধ্যমে বোঝানো।

অভিমানের মাধ্যমে দূরত্ব গ্রহণ : ছাড় ও সদুপদেশের মাধ্যমেও কাজ না হলে স্বামী শয্যা ত্যাগ করবে বা একই বিছানায় অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে শুবে। এটি অবশ্য কোনো রাগ বা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে নয়। ভালোবাসার সম্পর্কে কেবল সাময়িক বিরতি সৃষ্টি করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা বা আত্মসমালোচনা জাগিয়ে তোলে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পরিমিত অভিমানও এক ধরনের সংশোদনের উপায়। এটি নিজেদের মধ্যে অনুশোচনা জাগিয়ে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

মৃদু শাসন করা : উপরিউক্ত পদক্ষেপে ফল না এলে মৃদু শাসনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। মিসওয়াক বা এই জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা মৃদু প্রহার করা যেতে পারে। তবে চেহারায় প্রহার করা যাবে না। আবার এমন জোরে আঘাত করা যাবে না, যাতে শরীরে দাগ বা ক্ষত তৈরি হয়।[১১] যেমন বাবা সন্তানের ভুলে শাসন করেন, বড় ভাই ছোট ভাইকে সাবধান করেন। এর উদ্দেশ্য কখনো কষ্ট দেওয়া নয়।

মনোমালিন্য উভয় দিকে হলে করণীয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধের আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে

একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। যদি উভয়ই ভুল শুধরে সমঝোতায় পৌঁছাতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।[১২]

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হলে এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাধান না হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করা হবে। পরিবারের মধ্যে না পাওয়া গেলে বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ অন্য কাউকেও নিয়োগ করার সুযোগ আছে। তারা উভয়ের সমস্যা ও অভিযোগ শুনবেন। দুজনের একজন যদি জালিম এবং অপরজন মজলুম হয়, তবে জালিম থেকে মজলুমের হক আদায় করতে সচেষ্ট হবেন। আর সমস্যা যদি উভয়ের হয়, তবে আলোচনার মাধ্যমে কলহ দূর করে ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। যদি সমঝোতা সম্ভব না হয় এবং বিচ্ছেদের মাঝে কল্যাণ দেখেন, তবে সালিশগণ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন।[১৩]

ইসলাম তালাক বা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদকে কীভাবে দেখে

সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ইসলাম তালাকের সুযোগ রেখেছে। কিন্তু তালাককে সব সময়ই নিরুৎসাহিত করেছে ইসলাম। শুধু তাই নয়, তালাককে গণ্য করা হয়েছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় হালাল হিসেবে। মহান আল্লাহ কুরআনে বিয়েকে স্বামী-স্ত্রীর একটি ‘সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি’ বলে তালাককে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং সমঝোতাকে উত্তম বলেছেন। পরস্পরের কোনো আচরণ অপছন্দনীয় হলেও সেটাকে উপেক্ষা করতে বলেছেন। এমনকি আমাদের চোখে যা অপছন্দনীয়, তার মাঝেও যে প্রভূত কল্যাণ থাকতে পারে, সে মর্মে মানবজাতিকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। যদি তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১৪]

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে জাদুকর ও কাফিরদের কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

হারুত-মারুত কাউকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে বলতেন, দেখো আমরা হচ্ছি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা-স্বরূপ। সুতরাং তোমরা কাফির হয়ো না। অনন্তর তারা এ দুজনের কাছ থেকে এমন জাদু শিখল, যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়।[১৫]

প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, অপ্রয়োজনে কেউ তালাক চাইলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। তিনি বলেন, 'যে নারী বিনা প্রয়োজনে স্বামীর কাছে তালাক কামনা করে, তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম।'[১৬]

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ শয়তানের সবচেয়ে বড় সাফল্য

নবীজি (সা.) বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ»

ইবলিস পানির ওপর তার আসন স্থাপন করে। এরপর সে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টি করে, সে ইবলিসের সবচেয়ে বেশি নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। ইবলিস বলে, তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর অন্য একজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে তাকে ছাড়িনি। অতঃপর শয়তান তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এটাও বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়।[১৭]

প্রিয়নবী (সা.) আরও বলেন, 'কোনো মুমিন যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। যদি তার একটা আচরণ অপছন্দ করে, তবে আরেকটা আচরণ পছন্দ করবে।'[১৮]

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদিসসমূহের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। সেটা হলো, আমাদের সংসার আমৃত্যু টিকে থাকুক এবং তালাকের ছোবলে আমাদের দাম্পত্য জীবন দংশিত না হোক, এটা ইসলামের ঐকান্তিক চাওয়া।

ইসলামে তালাক প্রদান রোধ

তালাকের সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে ইসলাম নানামুখী আর্থিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি করেছে। তালাকের পর কথিত বন্ধুত্বের নামে একসাথে থাকার সুযোগ ইসলাম বন্ধ করেছে। বিচ্ছেদের পর নতুন বিবাহে পুনরায় মোহরানা আবশ্যক করেছে। তালাকের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। স্ত্রীর ওপর যত ক্ষোভই থাকুক, যখন-তখন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে, মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না। এমনকি যে পবিত্রতার মাঝে একবারও শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে, সেই পবিত্রতার ভেতর তালাক দেওয়া যাবে না। বরং অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যখন মাসিক পার হয়ে নতুন পবিত্র সময় আরম্ভ হবে, সেই পবিত্রতায় শারীরিক সম্পর্ক না করে তালাক দিতে হবে। এতসব শর্ত আরোপের একটাই কারণ—যেনতেনভাবে তালাক প্রদান রোধ। বরং পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ থাকা অবস্থায় ইসলাম তালাক দিতে বলেছে। যেন নিশ্চিত বোঝা যায়, তালাকটা সে বুঝেশুনে, ঠান্ডা মাথায়, একান্ত নিরুপায় হয়েই দিচ্ছে। এত আয়োজনের পরও তালাক দিতে চাইলে শুধু এক তালাক দিতে হবে। একাধিক তালাক একসাথে দেওয়া যাবে না। আবার এইসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে ঠিক, কিন্তু তালাকদাতা মস্তবড় গুনাহগার হবে।

তালাকের পর ইদ্দত চলাকালে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। স্বামী তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না। যেন একত্রে কয়েক মাস থাকার মাধ্যমে তাদের মাঝে পুরাতন সুখস্মৃতি জাগ্রত হয়, পরস্পরের প্রয়োজন অনুভব করে তারা আবার এক হতে পারে। এসবের পরও যদি সম্পর্ক ঠিক না হয়, তিনমাস ইদ্দতের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এরপর বহুদিন পর নিজেদের ভুল বুঝতে পারে, তাহলেও প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের ক্ষেত্রে তাদের ফিরে আসার সুযোগ রাখা হয়েছে।

তালাক মূলত নিরুপায় অবস্থায় একটি বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে বের হওয়ার দরজা। সম্পর্ক যতক্ষণ ধরে রাখার পর্যায়ে থাকে, ইসলাম ততক্ষণ এই দরজা খুলতে নিষেধ করে। তবে যখন বিশ্বাস ভেঙে যায়, মধুর সম্পর্ক বিষময় হয়ে ওঠে, আশার সকল প্রদীপ নিভে যায়, একজন অন্যজন থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর মিলনের কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকে না, তখনই তালাকের দ্বারস্থ হতে হবে। এই রকম একটি অবিশ্বাসে ভরা বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মূলত তালাক। কিন্তু সম্পর্ক বিষাক্ত হওয়ার আগেই খুব ঠুনকো কারণে তালাক দিতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে বারবার।

তালাক দেওয়ার আগে আপনাকে যা জানতেই হবে

একান্ত প্রয়োজনে তালাক দিতে হলে প্রথম কর্তব্য হলো তালাক সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া। প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে। তালাক দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তালাকের বিধিবিধান জানা ফরজে আইন, বাধ্যতামূলক। একইভাবে কোনো মুসলমান যখন কোনো পেশা বা কাজ শুরু করবেন, তখন সে পেশা বা কাজ সম্পর্কে শরয়ী বিধান জেনে নেয়াও ফরজ।[১৯]

তালাকের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

হে নবী, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও। সঠিকভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখো। আর ভয় করো আল্লাহকে। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক। প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারা নিজেরাও যেন বের হয়ে না যায়। এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরই জুলুম করে। (কারণ হে মানুষ) তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ (ভুল বোঝাবুঝি অবসানের) কোনো উপায় বের করে দেবেন।[২০]

রাসুল (সা.)-এর যুগে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমর (রা.) এ সম্পর্কে নবীজির নিকট জিজ্ঞেস করলে নবীজি বলেন, তাকে বলো, সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এরপর পুনরায় হায়েজ ও পবিত্র হওয়ার পর তার ইচ্ছা হলে সে স্ত্রীকে রেখে দেবে অথবা সহবাস না করে তালাক দেবে। এটিই সেই ইদ্দত, যার দিকে লক্ষ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে মহান আল্লাহ নির্দেশ করেছেন।[২১]

আর তালাক দেওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে—প্রতিটি তালাক আলাদা আলাদা গণ্য হয়। এবং তালাকের অধিকার ও পুনির্মিলনের সুযোগ কমতে থাকে। অর্থাৎ স্বামী যদি এক তালাক দেয় এবং তিন মাসের (ইদ্দতকাল) মধ্যে ফিরিয়ে আনে, তবুও তালাকটি কার্যকর থাকবে। স্বামীর অধিকারে অবশিষ্ট থাকবে আর মাত্র দুই তালাক। আবার কোনো কারণে দ্বিতীয় তালাক দিলে, স্বামীর অধিকারে বাকী থাকবে মাত্র এক তালাক। তৃতীয়

তালাক পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ফিরিয়ে আনার আর কোনো সুযোগ নেই। সম্পর্ক স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাহাবিদের আমল

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, সাহাবিগণ সাধারণত স্ত্রীকে এক তালাক দিতেন। এরপর আর তালাক দিতেন না। এভাবেই তিনটি মাসিক শেষ হলে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে যেত।[২২]

সুতরাং সুন্নাহসম্মত এবং সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতির তালাক হলো, স্ত্রীর মাসিক শেষে পবিত্র হলে সহবাস না করে শুধু এক তালাক দেওয়া। এরপর তিন মাসিক শেষ হলে স্বাভাবিকভাবেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।[২৩]

সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির বাইরে কেউ যদি মাসিক অবস্থায়, সহবাসের পর পবিত্র অবস্থায়, কিংবা একসাথে একের অধিক তালাক দেয়, তাহলে তা বিদআতি পদ্ধতি বলে গণ্য হবে। সে পদ্ধতিতে তালাক কার্যকর হলেও সেটি হবে হারাম ও পাপ কাজ। নবীজি (সা.) এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। হাদিসে এসেছে, নবীজিকে (সা.) এক ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হলো, যে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। রাসুল (সা.) রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, সে কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করছে অথচ আমি তোমাদের মাঝেই রয়েছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, (তার এমন পাপকাজের জন্য) আমি কি তার মৃত্যুদণ্ড দেব? (রাসুল (সা.) অবশ্য তাকে সে অনুমতি দেননি।)[২৪]

এখানে তালাকের মতো বৈধ কাজ করার পরও নবীজি (সা.) তাকে আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করার কথা বলেছেন, কারণ তালাক দিতে গিয়ে সে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে তালাক দিয়েছে। আল্লাহ চান, তালাক এমনভাবে হোক, যেন চাইলেই সে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে এমনভাবে তালাক দিয়েছে, এরপর আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।[২৫]

যেভাবে তালাক দিলে
পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তালাক (বেশির বেশি) দুইবার হওয়া চাই। এরপর হয় স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে... (দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে আবার তালাক দেয়, তবে সেই স্ত্রী তার জন্যে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামীকে বিয়ে করবে। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে এতে কোনো গুনাহ নেই যে, তারা পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে, যদি তাদের প্রবল ধারণা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন।[২৬]

প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন আছে, স্বাভাবিকভাবে করলেও কার্যকর হবে, ঠাট্টাচ্ছলে করলেও কার্যকর হবে— এক. বিবাহ। দুই. তালাক। তিন. তালাক প্রত্যাহার।[২৭]

এ কারণে সকল আলেম একমত যে, ঠাট্টাচ্ছলে, এমনকি রাগের মাথায়ও তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। সুতরাং নারী হোক কিংবা পুরুষ, প্রত্যেক মুসলমানকে তালাকের ব্যাপারে অত্যন্ত সংযমী হতে হবে। একান্ত নিরুপায় না হলে তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তালাকের আগে নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ নিতে হবে। নিছক হঠকারিতাবশত কিংবা রাগের মাথায় যখন-তখন তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

শেষ কথা

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক বোঝাপড়ায় দিনে দিনে পরীক্ষিত হয়ে ওঠেন। রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভালোবাসার আদান-প্রদানে দুটি মানুষ এক সময় অভিন্ন পথের যাত্রীতে পরিণত হন। অথচ এত ভালোবাসা ও আস্থা থাকার পরও সংসারের মাঝপথে এসে মতের সামান্য অমিলেই অনেকে খেই হারিয়ে ফেলেন, সঙ্গীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ভাবেন, নতুন সঙ্গী এর থেকে অনেক ভালো হবে। কিন্তু চারপাশের অভিজ্ঞতা বলে, পুরনো সঙ্গীর প্রতি অতৃপ্ত হয়ে যারাই বিবাহ-বিচ্ছেদের দিকে এগোয়, জীবনের প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যায়। কারণ, এই পৃথিবীতে কোনো মানুষই আমাদের মনের মতো নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষের জীবন। তাছাড়া সঙ্গী জাহাজের যাত্রী হতে পারেন।

বদল করে তাদেরকে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হয়। যেটা সব সময়ই কঠিন। তাই তালাকের আগে বারবার ভাবুন, তালাকের পরে নয়। তালাক যদি দিতেই হয়, সুন্নাহসম্মতভাবে এক বা দুই তালাক দিন। যেন চাইলেই দুজন আবার এক জাহাজের যাত্রী হতে পারেন। কিন্তু অপরিণামদর্শী

মানুষের মতো যদি তিন তালাক দেন, তবে পুনরায় মিলিত হওয়ার স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এমন তালাকের কারণে বহু নর-নারীর জীবনে স্থায়ী অন্ধকার নেমে আসে। বাবা-মার ছোট্ট এই ভুলে বহু আদরের সন্তান আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তাই এই ভুলটা আমরা কখনোই করব না। অন্তত সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে হলেও আমরা সংযমী হব। নয়তো একটা সময় আমরা ভুল বুঝতে পারব, কিন্তু তখন আর পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ থাকবে না। আকাশ সমান আফসোস নিয়ে চরম দুঃখে বাকি জীবন কাটাতে হবে।

তাই আসুন,

দাম্পত্য জীবনে আমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি। মনোমালিন্য হলে সমঝোতা করি। সঙ্গীর জন্য ছাড় দিই। আল্লাহ যা রিজিকে রেখেছেন, তার ওপর তুষ্ট থাকি। এই কাজগুলো যদি করতে পারি, আমাদের দাম্পত্য জীবন স্বর্গীয় সুখে ভরে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার মনোমালিন্য ও বিভেদ ভুলে আমৃত্যু এক সাথে থাকার তাওফিক দিন। তালাক নামক নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি দিন।

তথ্যসূত্র

১. সুরা রুম, ২১
২. সুরা নুর, ৩২
৩. আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, ২৬৮১
৪. সুনানু ইবনি মাজাহ, ১৮৪৬
৫. প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২৩
৬. সুরা নিসা, ১২৮
৭. তাফসিরুত তাবারি, তাফসিরুল কাশশাফ, তাফসিরে ইবনে কাসির
৮. হাশিয়াতুত দুসুকি, ২/৩৪৩
৯. সুরা নিসা, ১৩০
১০. সুরা নিসা, ৩৪
১১. তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরতুবি, রুহুল মাআনি
১২. সুরা নিসা, ৩৫
১৩. তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরতুবি, রুহুল মাআনি
১৪. সুরা নিসা, ১৯
১৫. সুরা বাকারা, ১০২
১৬. সুনানু আবি দাউদ, ২২২৬; সুনানুত তিরমিযি, ১১৮৭
১৭. সহিহ মুসলিম, ২৮১৩
১৮. সহিহ মুসলিম, ১৪৬৯
১৯. আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যা
২০. সুরা তালাক, ০১
২১. সহিহ বুখারি, ৫২৫১
২২. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১৭৭৪৩
২৩. রুহুল মাআনি, তাফসিরুল কাশশাফ
২৪. সুনানুন নাসায়ি, ৩৪০১
২৫. ইগাসাতুল লাহফান,
২৬. সুরা বাকারা, ২২৯, ২৩০
২৭ সুনানুত তিরমিযি, ১১৮৪